মানবরঞ্জন নামং

নব্য সভ্য ভব্য রসজ্ঞ গুণীগণের মনোরঞ্জনার্থে

ফরাসডাঙ্গা নিবাসি

শ্রীযুত রামকৃষ্ণ দাস সরকার কর্তৃক

পয়ারাদি ছন্দে নানাবিধ গ্রন্থের

সারসংগ্রহ গ্রহণে সুললিত সাধুভাষায় আদিরস

ও ভক্তিরস ঘটিত সংগৃহীত ।

ভাবুক না হইলে ভাবে নাহি পায় রস ।
অরণ্যে রোদন যেন শঙ্কাঘাতে বশ ॥

কলিকাতা

চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত ।

শকাব্দাঃ ১৭৮৬ ।
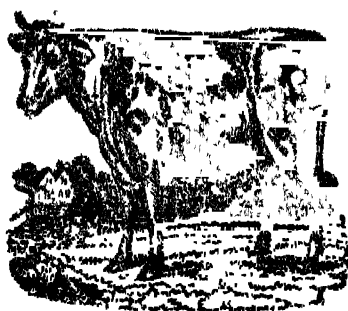
নিম্ন-লিখিত পুস্তকাবলী দক্ষিণ মির্জাপুর ১২ ধ্যাক্ ভবনে অথবা জেনেরেল্ এসেম্বিলিজ্- [illegible]ইন্ নামক বিদ্যামন্দিরে বিক্রয়ার্থ [illegible]।

পুস্তকের নাম।	মূল্য
কাব্যাবলী—প্রথম ভাগ	/১০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	৶০
ঐ তৃতীয় ভাগ	৷১০
ঐ চতুর্থ ভাগ	৷৵০
বনিকা-মরণ খেদের কারণ... ...	৶০
বিধবা-মনোরঞ্জন নাটক	॥০
বাসর-কৌতুক নাটক	৶০
বিবাহ-প্রবোধ প্রসঙ্গ	৵০

সূচীপত্র।

মানবরঞ্জন।

বিদ্যার মহিমা।

সঞ্চিতে বঞ্চিত কেন দুরাচার মন।
বিধিদত্তা বুদ্ধি জ্ঞান কর রে মার্জ্জন॥
উজ্জ্বল হইবে বংশ, জ্ঞাতি নাহি পাবে অংশ, এ ধনের নাহি ধ্বংস, করি বিতরণ॥ তস্করে না করে চুরি, রিপু হয় জয় করি, অধর্ম্ম উন্মত্ত করী, করে সে শাসন। আরাধনা বিদ্যাধনে, অমর আপনি গণে, কর যত্ন উপার্জ্জনে, অমূল্য রতন॥

পয়ার।

ভূমণ্ডল গোলাকার বেষ্টিত সলিলে।
বন উপবন শৈল অধিক জঙ্গলে॥
বসতি কিঞ্চিৎ মাত্র উদক প্রবল।
অমধ্যে গোপনে ক্ষিতি বাড়বা অনল॥

মানবরতন।

তিনাংশের এক অংশ স্থাবর সৃজন।
প্রভেদ বিস্তারে হয় বিস্তর বর্ণন।।
দুই অংশ পরিপূর্ণ রত্নাকর কয়।
নদ নদী খাল ঝিল পৃথিবীর পয়।।
নানা জীব জন্মে তায় অসংখ্য গণন।
যা পারি কিঞ্চিৎ করি সংক্ষেপে বর্ণন।।
অগ্নি গিরি নানা বস্তু শৈবাল প্রকার।
প্রবাল জনক কীট বিবিধ আকার।।
অহি কুচে কার্ষাপণ গুগলী শম্বুক।
জোঙ্কড়া জলৌকা শঙ্খ কর্কট ঝিনুক।।
ক্ষুদ্র মীন অতি ক্ষীণ বেল্যা মউরলা।
বাঁশপাতা ভানকোনা চিঙ্গড়ি কয়েলা।।
কালবাউস খলিশা পাবদা ফলই।
লেঠা বাটা বাচা বানি খয়রসলা রুই।।
তেচখো এলাঙ্কা চেং[illegible]কুট মৃগাল।
উল্‌কা ভাক[illegible] [illegible]সিয়া শাল।।
গুঁতিয়া মা[illegible]রা চিতল কাতলা।
বোয়ালি না[illegible] ভোল আড়ি ইটা ভোলা।।
গুঁড়া সোণাপুঁটি চাঁদা [illegible] শঙ্কর।
খয়রা কৈবরা ভেদা গড়ুই গাগর।।

রুইভোলা কুটিকত্ত পাঁকাল তারুই।
টেপারী সন্তোষ ফেঁষা গর্চা চেলা কই॥
মকর ঘড়েল বাজী শুশুক হাঙ্গর।
কুম্ভীর গম্ভীর নীরে জীব বহুতর॥
মরাল ডাহুকা বক পানীকৌড়ি [illegible]।
দলপিপি গাঙ্গচিল খেলে দলে দলে॥
বিবিধ বিহঙ্গ মীন বর্ণ নানা বর্ণ।
মণি মুক্তা জন্মে কত্ত সাগরেতে স্বর্ণ॥
এই হেতু রত্নাকর নাম হৈল তাঁর।
বিদ্যারূপা সুধাসিন্ধু দুষ্কর অপার॥
অকূল পাথার বিদ্যা বিদ্যা রত্নাকর।
কে কোথা পড়িয়া আছে দর্শন দুষ্কর॥
যেমন জীবনে জীব নানা জাতি মধ্যে।
তেমতি জানিবে দৃঢ় মহা মহাপাধ্যে॥
আগম নিগমে শুনি নিগম দুর্গম।
আগম নির্গমে জীব অতি মনোরম॥
ক্ষুদ্র মৎস্য সফরী করি ফর ফর।
ঝোড়ে ঝাড়ে আড়ে পড়ি ভাবি নিরন্তর॥
রিপু স্রোত বক্রী হয় পাছে ভাবি তাই।
শ্রবণে সন্তোষ মোর ভাল এই ঠাঁই॥

আমি কি কহিতে পারি বিদ্যার মহিমা।
অকূল পাথার যার কোথা দিব সীমা॥
তবে যে কিঞ্চিৎ কহি সাধু আলাপনে।
সম্বিৎ দর্পণে দৃষ্টি সৃজন কারণে॥
বিধিদত্তা জ্ঞানাঙ্কুর মূলাধার তার।
বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিবিধ প্রকার॥
গুরু উপদেশে জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধি তায়।
দীনবন্ধু পরমাত্মা তাহার কৃপায়॥
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র গুরু জগতের গুরু।
সত্ত্ব রজ তমো গুণে কোটি কল্পতরু॥
রসিক পণ্ডিতে করে বিরসে সুরস।
কুটিল স্বভাবে ভাবে ভবে অপযশ॥
রচনা ঘোষণা চিন্তা বুদ্ধির আকরে।
শোধন ক্ষমতা শক্তি সরল অন্তরে॥
রচিয়াছে যেই জন সেই জানে মর্ম্ম।
ভাবাভাবে পড়ে পদে জানে হৈতে ধর্ম্ম॥
প্রসববাতনা জানে প্রসূতি যে হয়।
বন্ধ্যা কি বুঝিবে ব্যথা অম্বা যাহা সয়॥
রতনে যতনে স্মরি শ্রীগুরুচরণ।
রচিল পয়ার ছন্দে মানবরত্তন॥

অথ ব্রহ্মানুষ্ঠান।

গুরু উপদেশ সদা কররে স্মরণ। ভজন সাধন পূজা অন্তরে গোপন॥ জ্ঞান অসি করে ধরি, ছেদ করি রিপু অরি, সাধুসঙ্গে সুপ্রসঙ্গে, সুপথে কর ভ্রমণ॥ মানব নিস্তার জন্য, নানা পথ নানা গণ্য, সুতাংশে প্রবল পথ, প্রবৃত্তি কারণ। যে ভাবে যে ভাবে তাঁরে, সেই ভাবে তরে তরে, জ্বলন্ত অনল যেন অভেদ বরণ॥

পয়ার।

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড অপূর্ব সৃজন।
বিধি মতে বিধিকৃত আছে নিরূপণ॥
তারাগণ অগণন গগণে ধারণ।
চক্র চন্দ্র কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তপন॥
পরস্পর গতি শূন্যে যথা নিয়মিত।
উল্কাপাত ধূমকেতু কালপুরুষ স্থিত॥
অন্তরে গ্রহণ দ্বীপে দূরবিণে দৃষ্টি।
নানা স্থানে নানা জীব অনুভূত সৃষ্টি॥
প্রত্যেন্দ্রিয়ে প্রকাশিতে নাহি প্রয়োজন।
চরাচরে জীবনের গুন বিবরণ॥

মানবরতন।

বিজ্ঞানদর্পণে বিজ্ঞ করি নিরীক্ষণ।
ধন্য ধাতা ধন্যবাদ করে অনুক্ষণ॥
কে বুঝিবে মর্ম্ম তাঁর কিসের কারণে।
ত্রিভুবন পরস্পরে বদ্ধ আকর্ষণে॥
সপ্তদ্বীপ সসাগরা বারিতে বেষ্টিত।
বিপিন চরাণি গিরি বসতি কিঞ্চিৎ॥
পৃথিবী প্রধান দ্বীপ প্রকাণ্ড আকার।
উৎকৃষ্ট জীব ইথে মানব প্রচার॥
কৃমি কীট কোটী কোটী পতঙ্গ ভুজঙ্গ।
বানর কিন্নর পশু মৎস্য বিহঙ্গ॥
ভূচর খেচর জীব জলে অগণন।
যক্ষ রক্ষ পিশাচাদি না হয় বর্ণন॥
দিনাচর নিশাচর দৃশ্য অগোচর।
পঞ্চভূতে জড়ীভূত সর্ব্ব কলেবর॥
মনুষ্য শরীর সৃষ্টি আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ।
শিল্পবিদ্যা শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির প্রধান॥
ইথে যার নাহি দৃষ্টি তারে ধিক ধিক।
ততোধিক ধিক গণি যে হয় নাস্তিক॥
কর্ত্তা বিনে কর্ম্ম কোথা হয়েছে নির্ব্বাহ।
রামরত্ন দাস কহে নাস্তিকসন্দেহ॥

অথ মানবদেহ বিবরণ।

কাল পূর্ণ কালে তনু ত্যজীবে জীবন।
মোহ মায়া ছায়া রজ্জু এড়াবে বন্ধন॥
যতনে রাখিতে দেহ, অযত্ন করে না
কেহ, মৃত্যু ভয় অহরহ, জাগ্রত স্বপন।
অতএব শুন বলি, বর্ত্তমান কাল কলি,
অল্প আয়ু যায় চলি, মুদিয়ে নয়ন॥
ক্রিয়া কাণ্ড ভগ্ন ছলে, আছে ধর্ম্ম নাই
বলে, মীমাংসা করি কৌশলে, কর রে
সাধন॥

পয়ার।

জগতে জীবিত যন্ত্র জীবের জীবনে।
কঙ্কালে প্রকাশ আর ষড়্দরশনে॥
শরীরের কাঠাম যে মেরুদণ্ড স্থূল।
তদুপরি গাঁথা আছে করোটি আমূল॥
পঁাজি মেরুদণ্ডে পঞ্জর সহিতে।
বক্রভাবে প্রায় স্থিত বক্ষের অস্থিতে॥
ঘাড় হৈতে দুই অস্থি স্কন্ধেতে মিলিত।
যথা হৈতে বাহু গাঁথা আছয়ে নিশ্চিত॥

ইউনিয়ন্শ দ্বি অস্থি আল্ভো রেডিয়স।
কণুয়ের যোগে এরা আছে ভাল বশ॥
কজ্জাতক্ষ হস্তদ্বয়ে যাহাদের যোগ।
মিটেকারপেল নামে কারপেল প্রয়োগ॥
ফেলেঞ্জিস নাম মাত্র হস্তাঙ্গুলি দশ।
খিলে খিলে খেলে সবে রসে তারা বশ॥
দুই অস্থি পেলভিস পাছা আছে ঘেরি।
মেরুদণ্ড দৃশ্যমান গাঁথা তদুপরি॥
যাহা হৈতে উরু অস্থি হয়েছে নির্ম্মিত।
আঁটি সংখ্যা যার স্থিতি অঙ্ক সম্বলিত॥
হাঁটুতে মালাইচাকি অস্থি এক ক্ষুদ্র।
হাঁটীর ভিতরে খেলে নাহি তায় ছিদ্র॥
নিম্নাংশে টীবিয়া জঙ্ঘা থাকে ঋজু ভাবে।
অধোগতি স্বাভাবিক কারণ প্রভাবে॥
ফিবিউলিয়া ধারণ করে অস্থি যেই।
গোড়া গাঁইট আছির মধ্যে থাকে সেই॥
গুল্ফ ও পাতায় যুক্ত আশ্চর্য্য প্রকার।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি সব অঙ্গে মূলাধার
দ্বিশত আটচল্লিশ খানি অস্থি দেহ।
প্রয়োজন অহরহ হতেছে নির্ব্বাহ॥

অস্থি বস্তু শ্বেতবর্ণ শক্ত চুণ প্রায়।
মজ্জা মাংস মেধ চর্ম্ম সর্ব্ব জীবকায়॥
অস্থি উপরে কোমল সূত্র মাংসপেশী।
চারি শত গণনায় হয় নরং দেশী॥
পরিমাণে ন্যূনাধিক্য যথা অভিপ্রায়।
স্বকার্য্য উদ্ধার করে স্বীয় ক্ষমতায়॥
শোণিত প্রণালী নামে শলাকার ডাকে;
বিস্তারিতে সর্ব্ব অঙ্গে অনুরূপ থাকে॥
প্রধান পেশীর শক্তি চরণে প্রমাণ;
দ্বি সীমার অন্তযুক্ত গ্রন্থি মধ্যে স্থান॥
নরাঙ্গের পতি মন করিলে মনন।
আজ্ঞা মাত্র শিরাপেশী করয়ে পালন॥
যে অঙ্গে করিবে আজ্ঞা নড়ে সেই অঙ্গ।
সঙ্কোচ বিস্তারে গতি নাহি দেয় ভঙ্গ॥
উপরিভাগের পেশী মনের অধীনা।
অন্তরে পেশীর কার্য্য রক্ত প্রবহনা॥
ইচ্ছা অনধীনে পাক হইবে আহার।
নিদ্রিত জাগ্রত কালে উভয়ে প্রচার॥
এই যে সকল পেশী অনিচ্ছুক কয়।
স্বধানে বসিয়া কার্য্য করে সমুদয়॥

ত্বকে সূক্ষ্ম শিরা নাড়ী ব্যাপিত আক্রান্ত
পৃষ্ঠবংশে অস্থি মজ্জা যোগ উভয়েতে ॥
ত্বকস্পর্শ মাত্র জ্ঞান মনের সহিত।
ইচ্ছাপূর্ব্ব পেশী সবে করে নিয়োজিত ॥
সূক্ষ্ম স্নায়ু শিরা নাড়ী শ্বেতবর্ণ কায়।
দ্বিভাগে বিভাগ তারা একে জ্ঞান পায় ॥
অন্যের স্বধর্ম্ম মাত্র গতির কারণ।
সূক্ষ্ম কোষ সুপ্রণালী উভয়ে ধারণ ॥
মগজ কোমল বস্তু সূতার আকার।
শোণিত যোগায় সদা মস্তকে আধার ॥
মনের আকর স্থান প্রসিদ্ধ প্রমাণ।
করোটী আচ্ছন্ন তার কঠিন খিলান ॥
কিনারা অনেক অংশে দন্ত ন্যায় গাঁথা।
পরস্পরে সহকারে বাধা দেয় ব্যথা ॥
মগজ ভিতরে দুই অংশ পরিমাণ।
ক্ষুদ্র অংশ প্রধানের পশ্চাতে নির্ম্মাণ ॥
সেরিবেলম মগজ ক্ষুদ্র নাম তার।
যথা হইতে রজ্জু বহে কশেরুকার ॥
যদি এই রজ্জে কভু অস্ত্রাঘাত হয়।
তখনি অমনি গণি মরণ নিশ্চয় ॥

মেরুদণ্ড হৈতে সূক্ষ্ম শিরা প্রতি বল।
করয়ে অনিচ্ছপেশী স্বকার্য্য সকল॥
আলপিন অগ্রভাগ স্পর্শ করাইলে।
জীবন ধন নিধন হয় সেই কালে॥
শরীর ব্যাপিত রস রক্ত বলি পরে।
রক্তপেশী শিরা দ্বারা চলাচল করে॥
সূক্ষ্মতম রজ্জু নাড়ী অঙ্গুলির অন্তে।
তার মধ্যে শোণিতের গতি অবিশ্রান্তে॥
আহার চালন বায়ু যন্ত্র আছে যত।
দেহপেশীকা পঞ্জর গহ্বরে স্থাপিত॥
বক্ষস্থল দুই ভাগে বিভাগ নিশ্চয়।
অনুপ্রস্থপেশী মধ্যে ডায়েফ্রাগম কয়॥
নিশ্বাস প্রশ্বাসে হ্রাস বৃদ্ধি হয় তার।
ঊর্দ্ধ আর অন্ত অংশে আছয়ে প্রচার॥
এক পর্দ্দা বামে এক দক্ষিণাংশে আর।
পশ্চাতে দ্বি থাকে থাকে মুহরী আকার॥
সেই নলী পাকস্থালি মধ্যে দেয় যোগ।
বাম অংশে হৃৎপিণ্ড ফুস্‌ফুস্‌ প্রয়োগ॥
দক্ষিণ অংশে ফুস্‌ফুস্‌ আর কিছু নাই।
বাম ভাগে হৃৎপিণ্ড লইয়াছে ঠাঁই॥

গাড় এক মাংসপেশী চর্ম্মথলে প্রায়।
অঙ্গুষ্ঠের চতুর্থ কি, অর্দ্ধ স্থূল কায়॥
অনুলম্ব গোলাকার মাংস চোঙ ন্যায়।
বোমাকল প্রায় মন্দ শোণিতে চালায়॥
নানা বিধ রন্ধ্র স্থগ করিয়েছে বহন।
প্রয়োজন স্থানে তারা করয়ে গ্রহণ॥
দুই অংশে হৃৎপিণ্ড আছয়ে বিভাগ।
পুনশ্চ দ্বিভাগে আগে পায়েছে সোহাগ:
অরেকেল ভেণ্ট্রকেল ভাষান্তরে নাম।
হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাংশে পাইয়াছে ধাম॥
বামভাগে ভেণ্ট্রকেল সঙ্কোচ করিলে।
রক্তপ্রবাহিকা নলী মধ্যে ভবে চলে॥
তদ্দ্বারা ব্যাপিত বপুলো সর্ব্ব স্থানে।
ভেন্স নামে শিরা তায় পুনর্ব্বার আনে।
হৃৎপিণ্ড অনুগত দক্ষিণ অরেকেল।
আগত দক্ষিণে হৈতে যথা ভেণ্ট্রকেল॥
উক্ত ভেণ্ট্রকেল হৈতে সকল রুধিরে।
প্রথম দ্বিতীয় গতি এমত শরীরে॥
ফুসফুসে, প্রবেশ রক্ত প্রবাহক দ্বারা।
পুনঃ জড় করে ভেন্স শিরার এ ধারা॥

হৃৎপিণ্ড বাম ভাগে হৃৎকোষ স্থান ।
হৃদুদরে বামে ধরে আছে বিদ্যমান ॥
বেষ্টিত করয়ে পরে রক্ত সর্ব্ব অঙ্গে ।
দ্বিতীয় চালন তবে ফুসফুসের সঙ্গে ॥
পৃথক্ প্রক্ষেপ লোক শরীরের বেগে ।
সুষুম্না পিঙ্গলা ইড়া নাড়ী নাম যোগে ॥
দ্বাদশ বা পঞ্চদশ সের স্থান ধরে ।
যুবক জনের রক্ত সর্ব্ব কলেবরে ॥
নিশ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র ফুসফুস স্থাপন ।
ছিদ্রতা স্পঞ্জাকৃতি কোপরা গঠন ॥
ফুকর প্রণালী বায়ু শোণিত আধার ।
পরস্পর বিবরণ অপূর্ব্ব ব্যাপার ॥
বদনে পবন পঞ্চ দশ আকর্ষণ ।
বায়ু নালি পরিসরে করয়ে প্রেরণ ॥
উর্দ্ধ বক্ষঃস্থলে শিরা দ্বিশাখা মিলিত
সমূহ ইন্দ্রিয় যন্ত্রে হতেছে ব্যাপিত ॥
সূক্ষ্মতম আছে সব দৃশ্য অগোচর ।
রক্তবর্ণ রক্তু লেবে মিশে পরস্পর ॥
উভয় দিগের মিল ফুসফুসের কার্য্য ।
সংসারে সকল সদা জীবন সাহায্য ॥

পরাণপোষিকা বায়ু অকৃসিজেন নাম ।
প্রথমে বহন রক্ত না করে বিশ্রাম ।।
দ্বিতীয় চালনে আনে ফুসফুস ভিতরে ।
ধন্য বিধি ধন্যবাদ না ধরে অধরে ।।
বায়ু নলি সন্নিধানে আকর্ষণ মত্ত ।
ব্যোম হতে অকৃসিজেন করয়ে নির্গত ।।
অক্লেশে গমন করে হৃৎপিণ্ড স্থানে ।
শোণিত চালন পুনঃ কারণ বিধানে ।।
আকৃসিজেন বায়ু প্রাণ পুনঃ ত্যজিবারে ।
জগৎ জীবিত যন্ত্র শক্তি মূলাধারে ।।
ভাবিতে উচিত বটে ভাবুক যে জন ।
কিমাশ্চর্য্য কার্য্য তাঁর অতুল সৃজন ।।
রামরত্ন দাস দাস করিয়া সংগ্রহ ।
রচিল পয়ার ছন্দে মানবের দেহ ।।

অথ মানব উদর ইত্যাদি বর্ণন ।

নাড়ীতন্ত্র জড়িত হয় সর্ব্ব কলেবর ।
রক্ত পূর্ণ রসে চলে অন্তরে অন্তরে ।।
সত্বে দেহে প্রাণ, অন্নাধারের বিশ্রাম,
চলাচল স্থানে স্থান, শরীরে শরীর ।

ক্রিমি প্রায় নাড়ী যত, সতত আছে
ব্যাপিত, যাঁর কার্য্য নিয়মিত, করে
নিরন্তর। কিন্তু জীবন অভাবে, স্বভূতা
হইবে সবে, ক্রিমিময় দেহ হবে কিছু
দিনান্তর॥

পয়ার।

উদর ব্যবধায়ক পর্দ্দা বক্ষঃস্থলে।
ভক্ষণীয় যন্ত্রথলী গলানলি বলে॥
পাকস্থলী নাড়ী ভুঁড়ী উদরে স্থাপিত।
গ্রাসান্তে ভক্ষণ দ্রব্য তথায় পতিত॥
পাকস্থলী হইতে পন্থা বদনে উদয়।
খাদ্য দ্রব্য গতায়াতে অপরূপ পয়॥
তথায় পাচিকা রস নিত্য বিদ্যমান।
স্বাভাবিক দ্রব করে যেন দীপ্তমান॥
শ্বেতবর্ণ গাঢ় রসে দ্রব্য পাক করে।
তখন "চাইম" কহে তায় ভাষান্তরে॥
পাকস্থলী ত্যজি তাহে বাহিরে গমন।
"পাইলো" রসের নলি নিকটেতে বহন॥
জঠরে জীয়ন্ত জীব পাক নাহি পায়।
কভু বরং বৃদ্ধি হয়ে প্রমাদ ঘটায়॥

অন্য জীবের জঠরে সজীব পতনে ।
সুসিদ্ধ হইয়া থাকে পায় সুবিধানে ॥
উপমা দেখহ অহি মৎস্য কুম্ভীর ।
নানা জাতি পক্ষী কেহ বুঝিবেক ধীর
চেতন ক্ষমতা বর্ত্তে ঐ “পাইন„ রসে ।
যে দ্রব্য না পাক পায় পাচিকার রসে ॥
বমনে করায় ত্যাগ শরীর আরাম ।
“ডোয়াডিনম„ আঁতড়ী পরিভাগে নাম
যকৃতে “চাইলী„ রস হয় এক প্রাপ্ত ।
পিত্ত বলে পাণি তায় জন্মে পরিযাপ্ত ॥
“পেঙ্ক্রস„ মিষ্ট রসী কহে বিচক্ষণ ।
অন্ত্রায় চাইল নামে রস ততক্ষণ ॥
অসংখ্য আধার সূক্ষ্ম রসধারা ধরে ।
“লেক্টীয়ল„ সার পথ নাম রস করে ॥
ঊর্দ্ধ গতি বক্ষবর্ত্তি “নলা থোরে সিকে„ ।
চালে এক শিরে যাহা ঘাড় মধ্যে থাকে
ফুসফুসে মিলন হয় রক্তের সহিত ।
পোষকতা করে দেহ স্বভাবের রীত ॥
অবশিষ্ট সিটী যাহা থাকে নাড়ীময়
মল হয়ে নিঃসরণ হয় সময়ে ॥

সেই জীবে পাবে শিবে পবিত্র এ কায়ে ।
অভ্রান্তে নিতান্ত চিত্তে যতনে শ্রীকায়ে ॥
জীবাত্মা করিতে বুদ্ধি পরম ঈশ্বর ।
সৃজন পালনকর্ত্তা পতন নশ্বর ॥
লিঙ্গদ্বয় যন্ত্র সৃষ্টি কার্য্য অনুসারে ।
উৎকৃষ্ট সুখভোগ এ তিন সংসারে ॥
ইন্দ্রিয় যতেক যন্ত্র সূক্ষ্ম শিরে বদ্ধ ।
মনের সহিত যোগ ভাবুকের ছন্দ ॥
ত্বকস্থ ইন্দ্রিয় যন্ত্র শিরে স্পর্শ সব ।
স্পর্শের জন্য যোগাযোগ মনের [illegible] ॥
আকৃতি সন্তানে পিতৃ মাতৃ প্রায় পায় ।
তথাপি বিভিন্ন কিছু হয় শিশুকায় ॥
উচ্চ সংখ্যা পরিমাণ দীর্ঘ কিম্বা স্থূল ।
বৃহৎ ক্ষুদ্র [illegible] হয় না বিপুল ॥
কি কারণে নিবারণ শরীরের বৃদ্ধি ।
নিগূঢ় চিন্তিলে হত হয় বুদ্ধিশুদ্ধি ॥
বিশ্বাস জন্মে ইথে কর্ত্তা কেহ বটে ।
অদ্বিতীয় গুণাতীত ঘটে পটে ঘটে ।
কি বুঝিবে নরে তার গুণের মহিমা ।
সহস্রমুখে ব্যাখ্যান পায় গুণসীমা ॥

মুখপে কি রূপে রূপে হইবে বর্ণন।
সূক্ষ্ম বর্ণনে কর্ত্তা স্থির কর মন॥
তাৎপর্য্য বিবেচনা জ্ঞানে পরিগ্রহ।
রামরত্ন দাস কহে নাহিক সন্দেহ॥

অথ আত্ম ও মন বিবরণ।

মন রে হইও না অশান্ত। জ্ঞানানুগত থাকি ঘুচাও তব ভ্রান্ত॥ কর সদা সাধু যুক্তি, মুক্তি হেতু আছে উক্তি, হৃদয়ে করিয়ে ভক্তি, ভাবনা শ্রীকান্ত, মহাত্ম উপায় মূল, অনুসারে নাম স্থূল, অ-কূলে পাইবে কূল, চিন্ত রে একান্ত॥

পয়ার।

মন আর দাস করে জগতে নিশ্চয়।
ইঙ্গিত যন্ত্রেতে শিরে দেয় পরিচয়॥
বিশেষ বিধানে ইহা কহিয়াছি উক্ত।
মন ও আত্মার গতি ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত॥
শারীরিক স্বাধীনতা ঐশ্বর্য্য কুশল।
মন না সন্তোষ হলে প্রবৃত্তি সকল॥

এই যে সমূহ গ্রন্থি রসের আকর।
রক্তপ্রবর্দ্ধন ক্রিয়ে আছে পরস্পর॥
দৃশ্য করাইতে কার্য্য নাহি অভিপ্রায়।
স্বকীয় গুণের ফলে নয়ন যুড়ায়॥
রক্তবাহক "কিড্‌নী" আতড়ীর পাশে।
অপরিষ্কৃত আর রক্ত রস বশে চোষে॥
নলিতে জলীয় ভাগ নামে মুত্রাধার।
ত্যাগ করে লয় তায় প্রস্রাব ভাণ্ডার॥
মেরুগ্রন্থি "মেট্যাগিলা" নাম শুন মর্ম্ম।
মলের ঝুঁজরী ক্যাঁতে চর্ম্ম ত্যজে ঘর্ম্ম॥
রক্তবাহ ত্যজে ক্লেদ জন্মে যাহা রক্তে।
অসুখ জন্মায় দেহে এই অভিযুক্তে॥
রামরত্ন দাস কহে দেবের ঘটনা।
সাবধানে কষ্ট নাই শুনেনা মানেনা॥

অথ ইন্দ্রিয় সকল বর্ণন।

শরীর পিঞ্জরে সাজে পরাণ বিহঙ্গ।
হৃৎপিণ্ড দাঁড়ে নৃত্য করে নানা রঙ্গ॥
তার নয় গণনায়, বন্ধন খিল মায়ায়,
রোগে শোকে যাতনায়, ত্যাগ করে

সঙ্গ। রুধির পতঙ্গ পেলে, স্থির হয়ে থাকে ভুলে, যখন ধরিবে কালে, পাইবে আতঙ্ক। নবদ্বার দিয়ে প্রাণ, করিবে তায় প্রস্থান, নাবেন। ঔষধি বাণ, আর অন্তরঙ্গ॥

পয়ার।

উপাস্থি সকল অস্থি শৃঙ্খল বন্ধনী।
পেশী রগ শিরা মাংস রুধির চাহনী॥
বাম পাশে বক্ষঃস্থলে স্থিত হৃৎপিণ্ড।
দুই দিগে ফুসফুসের অদ্ভুত কাণ্ড॥
পরিষ্কার করে সদা পাইয়া শোণিত।
শোণিত প্রণালী করে শরীরে ব্যাপিত।
"ভেন্স,, নামে শিরা পুনঃ করে সঞ্চালন
স্বভাবের আজ্ঞা সদা করয়ে পালন॥
অধরে ধরয়ে খাদ্য "ইস্ফেগস,, নলি।
আহার বহন করে যথা পাকস্থলী॥
দ্রব হয়ে দ্রব্য তবে পুনঃ পাক পায়।
"নেব্রটিয়ন,, নাশ তায় তখন চালায়॥
অপূর্ব্ব গঠন যন্ত্র নানা গতি ধরে।
বর্ণ হারে বর্ণনায় বয়ে না অধরে॥

নিকট অন্তরে বস্তু যত্রেত দেখায়।
দর্পণ স্বরূপ আঁখি দর্শন ঘটায়॥
দর্পণে কলাই যেন তারা আছে পীরে।
প্রতিমূর্ত্তি মূর্ত্তিমান পলকে সে ফিরে॥
মন সহ যোগ তার আশ্চর্য্য ব্যাপার।
কটাক্ষে প্রত্যক্ষ লক্ষ বিবিধ আকার॥
পাপ পুণ্য উভয়ের নয়ন কাণ্ডার।
সুচক্ষে হেরিলে পাপ পলায় কাণ্ডার॥
ইন্দ্রিয় সুখের আশে লুটায় ভাণ্ডার।
কদাচার কদাচার যেমন পণ্ডার॥
নয়ন হিল্লোল ভঙ্গী প্রভেদ আগুন।
দর্শন বরণ স্থিতি অঙ্ক সমতুল॥
সমূহ প্রভেদ শব্দ স্বর সুর কর্ণে।
কচিৎ প্রভেদ করে জন্ম অন্ধ বর্ণে॥
অতি সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা ভাল মন্দ জ্ঞান।
ভাবক গায়ক গীতে ঠিক দেয় মান॥
শ্রবণ কুহর মাঝে সাজে পর্দ্দা যন্ত্র।
দন্ত নাসা উচ্চারণ ন্যাস তন্ত্র মন্ত্র॥
উক্ত মাত্র হয় বোধ লাগে সে পর্দ্দায়।
জগজ আছয়ে যোগ মন জ্ঞান তায়॥

মানবরত্তন।

পার্শ্বা নাথ্যাতীত্ত শব্দ করয়ে বিরক্ত।
অতি যে কোমলাকার শিরে বেড়াযুক্ত।
মাধুর্য্য মিলিত সুরে প্রফুল্ল অন্তর।
সুর ব্রহ্ম সুর বিষ্ণু সুর মহেশ্বর॥
গন্ধ বহে বহে গন্ধ উত্তম অধম।
মধ্যম মিশ্রিত বাস তজ্জ্বত্তম॥
ইহার গ্রহণ মন্ত্র ঘ্রাণেতেন্দ্রিয় কয়।
ওষ্ঠোপরে মুখ যার যুগ শাঁক পায়॥
টাকরার সহযোগ ছিদ্র নাসিকার।
ভোগ উপভোগ করে বিবিধ প্রকার॥
খাদ্য পরিগ্রহ জন্য ইন্দ্রিয় রসনা।
সাহায্য আমূল সেই করে আরাধনা॥
দন্ত যার সহবাসী সদা উপকার।
পতনে পাইলে দন্ত করে অপকার॥
কুটিলের সহ প্রীতি হইলে দৈবাৎ।
সময় বুঝিয়ে করে অবশ্য আঘাত॥
শত্রু সহ মিত্রভাবে করে ব্যবহার।
বাকযন্ত্র অনুভূত সৃষ্টি বিধাতার॥
যদি জিহ্বা বশীভূত থাকয়ে ভজনে।
গোপনে সাধনা কিম্বা মিষ্ট আলাপনে॥

মানবরতন ।

এক দুই বট নাম "নাশা" আঁতড়ীর ।
ব্যবচ্ছেদক পণ্ডিত করিয়াছে স্থির ॥
করিয়াছে ছয় অংশে আঁতড়ীর ক্রম ।
"ইলিয়ম জেজিনম আর ডোডীনম" ॥
"সিকম" কোলন নাম শেষেতে "রেক্টম" ।
সমর্থে স্বধর্ম সাধে দেখায় বিক্রম ॥
আহারের সার রস শুঁষে চালন ।
অঙ্গের আয়ের জন্য পোষক কারণ ॥
উপকার জন্মে দেহে ক্রমে জানা যায় ।
প্রয়োজনে ন্যূন নহে এই অভিপ্রায় ॥
মল ত্যাগ জন্য আছে অন্যভুক্ত রস ।
প্রধান যকৃত যন্ত্র আর "পেংক্রস" ॥
অশ্রুৎপাদক গ্রন্থি সৃণিকা বন্ধন ।
যকৃৎ বরণ শ্যাম কোমল গঠন ॥
দক্ষিণ আতড়ী পার গহ্বরে ধারণ ।
পিত্তের সঞ্চারাধার এই সে কারণ ॥
"আর্টরী" যোগায় রক্ত "ভেন" নামে শিরে ।
জলযুইরিতে যেন বেগে চলে নীরে ॥
অঙ্গের নিম্নাঙ্গ হৈতে পুনঃ রক্ত টানে ।
নিয়মানুসারে কালে হৃৎপিণ্ড স্থানে ॥

কুক্কুট জিহ্বার ন্যায় "পেঙ্ক্রিয়স" আকার
পাকস্থলীর উপর বাসস্থান তার ॥
নিজস্ব পৃথক রস করে না দ্বিগুণ।
পরিবর্ত্তে পাকস্থলী পাচকে নিপুণ ॥
পঞ্জর গহ্বরে প্লীহা আছে বাম অঙ্গে।
জ্বরগ্রস্ত হলে ইহা ভোগে নানা রঙ্গে ॥
বদনে লালিকা গ্রন্থি মধ্যে সুখ লয়।
সাহায্য করয়ে রস চর্ব্বণ সময় ॥
স্বাদু পরিগ্রহ করে সূক্ষ্ম রজ্জু শিরে।
মগজ মনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ॥
অশ্রূৎপাদক নয়ন গ্রন্থি খলকোণে।
দর্শন বরণ রক্ষ সাহায্য বিহীনে ॥
নতুবা আঘাত হৈত চক্ষে সর্ব্বক্ষণ।
দৈবের ঘটন কিম্বা পবন তপন ॥
পৃথক আকার ক্ষুদ্র সূত্র বর্ত্তমান।
বসায় তাদের কার্য্যে স্থায়িৎ স্থান ॥
কণ্ঠ গত গ্রন্থি বায়ু নলির ভিতরে।
ক্লেদ গ্রন্থি কলেবরে যেমন অন্তরে ॥
চর্ম্মের নিম্নের গ্রন্থি বসায় যোগায়।
শরীর শোভন রক্ষে প্রধান উপায় ॥

বুদ্ধির কীর্ত্তিতে চিরকাল মনোযোগ ।
চেষ্টায় সফল কভু পরাণ বিয়োগ ॥
কেহ কেহ কহে জীব আত্মা তেজোময় ।
নানা মুনি নানা মতে নানা কথা কয় ॥
ইন্দু ভানু নক্ষত্রাদি হয় নিরূপণ ।
আত্মার নিগূঢ়তত্ব না হয় বর্ণন ॥
জীবন জীবের অন্য ভিন্ন নিদর্শন ।
ইহা মহাপণ্ডিতগণে কহে বিবরণ ॥
বুদ্ধির ক্ষমতা যত করিয়া নিযুক্ত ।
প্রসিদ্ধ সুযুক্তি আত্মা পঞ্চভূতাসক্ত ॥
বাহ্যক্রিয়া নিদর্শনে অনুমান হয় ।
বুদ্ধি বিশিষ্ট জগৎকর্ত্তা দয়াময় ॥
পৃথ্বী প্রতি দৃষ্টিপাতে শুদ্ধ বিবেচনা ।
স্বয়ং ইচ্ছায় ক্ষিতি না হয় চালনা ॥
ক্ষমতা বিহীন জড় নাহিক চেতনা ।
মীমাংসা হয়েছে কত করিয়া ঘোষণা ॥
নির্দ্ধারিত অনাত্মিক জানিলে জগৎ ।
আত্মাময় সে পদার্থ সৃজন মহৎ ॥
কেহ কহে বিবেচনা বর্ত্তে নর অঙ্গে ।
বুদ্ধির হইত বৃদ্ধি স্থূলকায় সঙ্গে ॥

মানবরতন ।

অঙ্গহীনে বুদ্ধিহীন হৈতে পরিমাণে ।
বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নয় প্রায় অঙ্গহীনে ॥
উপমা কাতক দিব মুখি বেড়ে যায় ।
অন্ধের উত্তম শক্তি বাদ্য গাহনায় ॥
রক্ত পীত শ্যাম শ্বেত জলদ বরণ ।
তাক মানি নীল অন্ধ করে নিরূপণ ॥
পরশিয়ে বাজী বলে উত্তম অধম ।
গুণাগুণ কোন রোগ হয়েছে আশ্রম ॥
সুজ্ঞানে করিলে যুক্তি মনসাধ্য নয় ।
নানা রঙ্গে অঙ্গভঙ্গী দৃশ্য পরাপর ॥
পলকে ভ্রমণ স্বর্গ পৃথিবী পাতাল ।
ভবিষ্যৎ ভূত আর বর্ত্তমান কাল ॥
নভোবিমানস্তব কার্য্যে সদাই আবিষ্ট ।
প্রবর্ত্তে দিগুণ কভু হয় অনাবিষ্ট ॥
ঐহিকের সুখ ত্যজি পরকালে আশা ।
ছায়াবাজী ন্যায় মূর্ত্তি নানা অভিলাষ ॥
বিবিধ প্রকার নর মন নানা ভঙ্গী ।
আচরণ বুদ্ধি গুণ স্বভাবের সঙ্গী ॥
সাধু সঙ্গে সুপ্রসঙ্গে ব্যুৎপত্তি সার ।
বিদ্যা আলোচনা দ্বারা হয় সুবিচার ॥

মানবরতন ।

দুভাগে বিভক্ত আছে চিত্ত সংস্কার ।।
জ্ঞানশক্তি প্রেম যোগ্য আশ্চর্য্য ব্যাপার ।।
একের উদ্ভব ক্রমে জ্ঞান সম্মিলিষ্ট ।
আচরণ করে ক্রিয়া বিভিন্ন বিশিষ্ট ।।
জ্ঞান শক্তি দ্বিপ্রকার আছয়ে প্রভেদ ।
উভয়ে সম্বন্ধ রাখে নাহিক বিচ্ছেদ ।।
ভাষা শব্দ ব্যুৎপত্তি বাদ দিব্যজ্ঞান ।
আকার প্রকার বর্ণ মাপ পরিমাণ ।।
বস্তুর সম্বন্ধ কার্য্য যার যে বিধান ।
গণনা হিসাব অঙ্ক সঙ্গীত সন্ধান ।।
অনুরচনা মনের জ্ঞান শক্তি কয় ।
কথক কবির ক্রিয়া উক্ত সমুদয় ।।
তুলনার অতিক্রম ক্রমে যদি পায় ।।
বাখানে কবির রস শ্রবণ যুড়ায় ।
উৎসাহ জন্মে মনে শ্রবণে বর্ণনা ।
সর্ব্ব দুঃখ দূরে যায় থাকে না ভাবনা ।।
পরম পদার্থ সাধে রচনে কল্পিত ।
অমর গণিয়া কবি বাখানে পণ্ডিত ।।
বুদ্ধিকীর্ত্তি অগোপন না হয় বিনাশ ।।
সকলের শ্রেষ্ঠ জীব মানব প্রকাশ ।।

"সেক্সপিয়রের কৌশল্য মিল্টন জনসন।
ব্যাকরণ নীতী ইয়ং হোমর কাটিন॥
ড্রাইডেন "ভর্জীল,, ব্যাস বাল্মীকাদি।
"পোপ ক্রেবী কৌলি রানী সক্সাদ সাদী
কবিকঙ্কণ "জাফেজ সেক্স আবিদন,,।
রসিক ভারতচন্দ্র রায় কবিবর॥
"ভলটেয়র,, মহামতি বিদ্যা দিকপাল।
দাশরথী বর্ত্তমান রবে চিরকাল॥
উৎপত্তি স্থান হেতু কর্ম্ম ফলাফল।
কারণ সমস্ত কার্য্য প্রমাণ প্রবল॥
বুদ্ধির প্রভাব গুণে সর্ব্ব জীবে জিনে।
মহাবলবান জীব আছয়ে অধীনে॥
বিবেচনা জ্ঞানমদে এড়ায় বিপদ।
সুবুদ্ধি নিযুক্তে বুদ্ধি সম্ভোগ সম্পদ॥
স্নেহ সম্বলিত বুদ্ধি তাৎপর্য্য জ্ঞান।
পরকীয় উপকারে সঁপে নিজ প্রাণ॥
সতত পরত চেষ্টা নয় স্বীয় ক্ষতি।
ধর্ম্মের এ ধর্ম্মকালে ঘটায় দুর্গতি॥
ধর্ম্মজ্ঞান ব্যতিরেক ধর্ম্ম কোথা রয়।
আত্মগ্রাহির নিশ্চয় কঠিন হৃদয়॥

হিত উপদেশে চিন্তা আদর প্রধান।
গুরুতর লোকে মান্য বিদ্যার সম্মান ॥
পরম ঈশ্বরে ভক্তি মুক্তির কারণ।
যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি এ তিন ভুবন ॥
উপহার নানা দ্রব্য স্বর্ণাদি উত্তম।
স্বাদুবোধ পরিগ্রহ তরুতরতম ॥
কটু কষা তিক্তরস মধুর অম্বল।
সুস্বাদু বিস্বাদ অংশ মিলন সম্বল ॥
এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যে হইলে সংক্রম।
সুশ্লেষক গুণিগণে গুণের বিক্রম ॥
সুধা কভু বিষ প্রায় অমৃত গরল।
যখন অত্যন্ত পীড়া রোগীর প্রবল ॥
বিকারে সাহায্য করে তখন আহ্লাদ।
সহজে সেবনে যাহা ঘটায় প্রমাদ ॥
স্বভাবে বিভাব গুণ সময়ানুসারে।
সেবনে জীবন রক্ষে যাহাতে সংহারে ॥
ভোজ্য ভক্ষ্য সুসম্বন্ধ পরস্পর জীবে।
মানব এড়ায় শুদ্ধ বুদ্ধির প্রভাবে ॥
নানা দ্রব্য ভোগাভোগ ঈশ্বর কৃপায়।
ব্যাধির ঔষধ আছে অপায়ে উপায় ॥

জগৎ কারণ স্বামী চিদানন্দময় ।
কৃপায় পালন কোপে পলকে প্রলয় ॥
হিতেচ্ছা পরম গুণ বর্ত্তয়ে শরীরে ।
পর উপকার চিন্তে সাধ্য অনুসারে ॥
স্বইচ্ছায় করে ক্ষমা সে অপকারিকে ।
শিষ্টের পালন দমন করে দুষ্টলোকে ॥
[illegible] গুণ এই শিখায় কর্ত্তব্য ।
গ্রহণে নিষেধ করে সদা পরদ্রব্য ॥
অকর্ম্মে অধর্ম্মে করে অনুতাপ পরে ।
স্বকীয় স্বাকারে দোষ প্রতিকার করে ॥
ইতঃ ভিন্ন দার্ঢ্যতার দৃঢ় প্রতি মন ।
বিশেষ বৃত্তান্ত ভাব ঘটায় যখন ॥
আশা ভিন্ন সন্তাপন কে করিত দূর ।
জীবন যাপন যেন আশয়ে প্রচুর ॥
চিত্ত সম্বন্ধীয় হিত সংস্কারে যে উক্ত ।
প্রেম যোগ্য বুদ্ধি তৃপ্তি পরীক্ষায় ব্যক্ত ॥
বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পর্ক সম্ভব ।
কেহ কোন কালে ক্রমে হতেছে উদ্ভব ॥
অনুধাবন বাখানে বিজ্ঞতার সঙ্গে ।
হয় যদি শুদ্ধমতি তবে গুণ বর্দ্ধে ॥

তাৎপর্য্য জ্ঞান যদি হয় অতিক্রম ।
ইহকালে ধর্ম্মে মতি না লয় আশ্রম ।।
পরকাল অভিলাষ পাইবারে ত্রাণ
অহিংসা আকাংক্ষী নহে উপভোগে প্রাণ ।।
অনুযোগ করে লোকে আত্মীয় সম্মানে ।
ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ন্যূন স্বীয় ইচ্ছা ভাগে ।।
সম জাতি ব্যবহার প্রশংসায় ব্যাপ্ত ।
যথায় প্রকৃষ্ট তথা তমঃ পরিয্যাপ্ত ।।
এই গুণে অতিক্রমে গর্ব্ব অহঙ্কারে ।
মাৎসর্য্য সতত মত্ত তুষ্ট পুরস্কারে ।।
অন-উপযুক্ত পাত্রে প্রশংসা করণ ।
মর্ম্মজ্ঞান সূত্র ধর্ম্ম আমূল ছেদন ।।
অসাধারণ স্বভাব সদা টলে পাপে ।
জ্ঞানিবর্গে কার্য্য করে বিবেচনা রূপে ।।
অসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হলে কার্য্য যুক্তি নয় ।
অনুশীলন শাসন কুপথের পয় ।।
স্বাভাবিক দুরাচারী মানব সকল ।
রোগে রাগে শোকে দুঃখে সদাই বিকল ।।
স্বাভাবিক ক্রম হৈতে হইলে ঘটনা ।।
সত্য মিথ্যা বস্তু ব্যক্ত সুন্দর সাধনা ।।

অনুভূত গুণ এই অপরূপ কহে।
দ্রব্য ধাতু গল্প শিল্প বিদ্যা বর্ত্তে স্নেহে
কত মত স্থান গুণ মনোগত আছে।
সবিশেষ বিবরণ পরিশ্রম মিছে।।
স্থির নহে মন কভু সদাই চঞ্চল।
অনুশীলন ব্যতীত সকলি নিষ্ফল।
বিচার উল্লেখ তর্ক হইবে যখন।
মন সংযোগের যন্ত্র গঠন শ্রবণ।।
অনুসূচনা সহিত বিচারের জ্ঞান।
উপস্থিত বিষয়ের হয় বর্ত্তমান।।
গত সূচনা মনের আনে ততক্ষণ।
বস্তু ক্রিয়া ঘটনার রাখানে স্মরণ।।
পদার্থ দর্শনে হয় মূর্ত্তি নিদর্শন।
অনুধাবন মনের গতি নিরূপণ।।
প্রকরণ শ্রেণীবদ্ধ পদ যদি পায়।
কল্পনা রাখানে সত্য বুদ্ধি বৃদ্ধি তায়
স্বীয় অনিচ্ছুক ক্রিয়া বুদ্ধির চালনা।
একের উদ্ভব অন্যে আছয়ে যোজনা।।
সকলে সমান ঐক্য ভাব [illegible]।
অপূর্ব কার্য্যের কল [illegible]।

স্বপনে এমন ঘটে অত্যন্ত আতঙ্ক।
কম্পান্বিত কলেবর সুপ্ত বশে রঙ্গ॥
সন্তান জন্ময়ে কভু দংশনে ভুজঙ্গ।
সম্ভোগে পুরুষ যদি পত্নী অর্দ্ধ অঙ্গ॥
স্বপ্ন প্রদর্শনে যদি না থাকে উলঙ্গ।
পুত্র কন্যা পাবে মাতা পিতার প্রত্যঙ্গ।
দৈবের ঘটনা ইহা মানেন কলিঙ্গ।
রামরত্ন দাস কহে সত্য এ প্রসঙ্গ॥

অথ স্ত্রী ও পুরুষ জাতি প্রভেদ।

রমণী সুন্দর সৃষ্টি বিধির বিধান। পুরুষ প্রকৃতি দুই হয়েছে নির্ম্মাণ॥ দেবতা গন্ধর্ব্বগণে, শক্তি আদি সবে মানে, কি ছার মানব জ্ঞানে, পাইবে সন্ধান। যথা কৃষ্ণ তথা প্যারী, আর দেখ হরগৌরী, শ্রীরামের সীতা নারী, অর্দ্ধ অঙ্গ প্রাণ। কেবা আদি কেবা অন্ত, ভাবিয়ে না পাই তদন্ত, মরমে রহিল ভ্রান্ত, না পায় প্রমাণ॥

পয়ার

প্রভেদ করিতে জাতি শক্তি প্রয়োজন।
চারি জাতি নর চারি জাতি নারীগণ॥
মৃগ বৃষ অশ্ব জাতি শশক গণন ;
বর্ণনে প্রকাশ পাবে যার যে লক্ষণ॥
পুরুষ শশক জাতি শুন বিবরণ।
সবান্ শরীর খর্ব্ব নহে কদাচন॥
অঙ্গেতে ভঙ্গিতে শোভা হয়েছে নির্ম্মাণ।
আকার প্রকার অঙ্গ বিধির বিধান॥
অধর্ম্মে বিরত মন থাকে সৎ সঙ্গে ;
কটু নাহি ভাষে কভু আত্মীয় বৈরঙ্গে॥
পরদারে পরদারা নহে আকিঞ্চন।
শারীরিক সুখে ঘৃণা দৃঢ় এই পণ॥
লক্ষণ অঙ্গুলী ছয় লিঙ্গ পরিমাণ ;
চাঁপাকলিকার বোঁটা উত্তম প্রমাণ॥
আদি অন্ত সরু কিছু স্থূল মধ্যস্থান।
ঈষৎ বামেতে বাঁকা কাহার সমান॥
মৃগজাতি পুরুষের দীর্ঘ কলেবর।
সহাস্য বদনে কিন্তু কপট অন্তর॥

ঘৃত দুগ্ধ গন্ধ ঘর্ম্মে সুশীতল কায়।
লক্ষের গতি তার ঊর্দ্ধ দৃষ্টে চায়॥
মলবদ্ধ শুন সেই আহারে প্রবল।
সঙ্গীতে সক্ত ভাবে গায় অনর্গল॥
অষ্ট অঙ্গুলী লিঙ্গের প্রমাণ গঠন।
চম্পককলিকা ন্যায় শুন প্রকরণ॥
বৃষজাতি পুরুষের এই বিবরণ।
গুবাকের গন্ধ গায় সুখর্ব্ব চরণ॥
কটিপুষ্ট অঙ্গ জিহ্বা দীর্ঘকায় কান্তি।
বৃষ ন্যায় চলন তার নহে দ্রুতগতি॥
আহারে বিহারে রত সদা পাপে মন
নির্লজ্জ বড়ই সেই ঘুরায় নয়ন॥
নিদ্রায় আবেশ বড় অলস প্রধান।
দশাঙ্গুলী লিঙ্গ তার আছে পরিমাণ॥
কঠিন গঠন যেন খর সম লিঙ্গ।
অশ্ব জাতি পুরুষের শুনহ প্রসঙ্গ॥
প্রকাণ্ড শরীর তার অসিত বরণ।
কেশরীর মত গতি সত্বরে গমন॥
মালতী পুষ্পের গন্ধ বহে তার অঙ্গে।
নিদ্রার আবেশ নাই রতির প্রসঙ্গে॥

মিথ্যাবাদী কদাচারে সদাই প্রবর্ত্ত।
পরনিন্দা রতি মতি নাস্তিক মহত্ত্ব॥
নারী হেরি হরি হরি বলে করে চেষ্টা।
পতিব্রতা সতী নারী তার চক্ষে ভ্রষ্টা॥
দ্বাদশ অঙ্গুলী লিঙ্গ হয় প্রায় তার।
পরিমাণ এ কর্ত্তব্য পাঠনে বাঁপার॥
সকল লক্ষণ নাহি ঘটে এক ঘটে।
একাঙ্গে লক্ষণ উক্ত কিছু পায় বটে॥
এইরূপে মিশ্রিত জনা কোন জাতি হয়।
তজ্জন্যে তাহার ভাব সভাবে উদয়॥
উভয় জাতিতে বক্তে উক্ত প্রকরণ।
অতঃপর শুন নারীপুরুষের লক্ষণ॥
নারীর চরিত্র রূপ গুণ ব্যবহারে।
সুন্দরী অধমা নারী গণি কদাচারে॥
রূপে গুণে যদি বালা হয় সমতুল।
পদ্মিনী বাখানি করে পবিত্র সে কুল॥
মধ্যম শরীর খানি গৌরাঙ্গী গঠন।
সোণায় সোহাগা যেন শ্যামাঙ্গী বরণ॥
রূপের উপমা এক আছে মাত্র রতি।
কুরঙ্গ নয়নী তুণ্ড সুশোভিত অতি॥

দীর্ঘকেশী ঘুম্ফুক কর্ণের অংকুর।
দন্তপাংক্তি মুক্তাহার বড়ই সুন্দর ॥
পদ্মগন্ধ বহে অঙ্গে অতি সুশীতল।
পতিব্রতা সতী তার অন্তর অমল।
কোমল কঠোর কুচ সাজে বক্ষঃস্থলে।
রূপস ওষ্ঠ হেরে লজ্জা দেয় বিম্বফলে ॥
নাসা তিলফুল নাহি তুলনা অপার।
গণ্ডদেশ লাল চিহ্ন পদ্মিনীর গুলাব ॥
কটী ক্ষীণ, অঙ্গ স্থূল নিতম্ব কোমল।
গমনে মরালী মত্ত কাঁপে টলমল ॥
চরণ অঙ্গুলীকল অতি মনোহর।
নাভিকূপ শোভাকর লাবণ্য উদর ॥
মধুর বচনে তোষে ধর্ম্মে মন রত।
উপকারে মতি গতি নহেত বিরত ॥
হেরিলে হরিষ চিত্ত সুন্দর লক্ষণ।
পদ্মাঙ্গুলী জরায়ু মুখে মুখে নিদর্শন ॥
যৌবন কালের ভাব হতেছে বর্ণনা।
বৃদ্ধাবস্থায় যৌবন অভাব ঘটনা ॥
রূপসী স্বরূপ রূপ সৎ ব্যবহার।
সংক্ষেপে বর্ণনা করি বিস্তর বিস্তার ॥

চিত্রাণী সুন্দরী নারী দীর্ঘ থরে বেণী ।
লাবণ্য কোমল কায় ক্ষীণ মাজাখানি ॥
খঞ্জন নয়নী নাসা অতি চমৎকার ।
ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নাহি কিছু নত ঘাড় তার ॥
স্বভাব বাদিনী সত্য স্নেহবাক্য সবে ।
অতিথি সেবায় ভক্তি থাকয়ে নীরবে ॥
পতি প্রতি প্রীতি অতি সদা সেবা করে
কহেন উচিত বাক্য অন্তঃপটান্তরে ॥
অপর পুরুষে রত নহে কদাচন ।
লোভে তুষ্ট নহে কভু বিরস বদন ॥
চিত্ত নিবারিয়া করে আপনার কর্ম্ম ।
গুমানে গোপনে কার্য্য রমণীর ধর্ম্ম ॥
উপযুক্ত পাত্রে দান সদা শুচি মতি ।
দুষ্ট আলাপনে মন ত্যজি দানে রতি ॥
হাব ভাব লক্ষ্য পক্ষ নরম প্রকৃতি ।
সকলের প্রিয়পাত্রী বিপক্ষ প্রভৃতি ।
প্রমাণ অঙ্গুলী পঞ্চ লিঙ্গখানি তার ।
প্রাণ হ্রাস সম সুখ হেঁট মুখ যার ॥
শঙ্খিনী গৌরাঙ্গী প্রায় শরীর মধ্যম ।
লাবণ্য সামান্য অতি পরশে অধম ॥

নাসা ঊর্দ্ধ যোড়াভুরু খঞ্জন নয়নী ।
গ্রাম পরিসর অতি ঘন দীর্ঘবেণী ॥
কারণ্ডক বহে বায়ে সমুদয় গাত্রে ।
কোমলে কঠিন হয় শাঙ্খিনীর গাত্রে ॥
তালফল স্তনদ্বয় কামের ভাণ্ডার ।
কটাক্ষে কম্পিত লক্ষ্য প্রেমের ভাণ্ডার ॥
নিতম্ব মাঝারী প্রায় বিভাগে শোভন ।
মদন মোহিত ধন রাখেছে গোপন ॥
রঙ্গ ভঙ্গী অন্তঃ চরিত্র চপল ।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ভূর্ণ পাইলে বিরল ॥
রমণে মনের সাধ ফুরিতে না পারে ।
আহারে বিহারে দুন থাকয়ে বাহারে ॥
স্বীয় স্বামী ত্যজি করে পরপতি আশ ।
রসিক পূরায় তার মন অভিলাষ ॥
লজ্জার নাহিক লজ্জা হেও গুরুলোক ।
ঐহিকের সুখ বাঞ্ছা কোথা পরলোক ॥
অষ্টাঙ্গুলী পরিমাণ লিঙ্গ শঙ্খিনীর ।
কদলী পুষ্পের ন্যায় দরজা যোনির ॥
হস্তিনী নারীর অঙ্গ অতি স্থূলকায় ।
গোচক্ষু স্বরূপ আঁখি আরক্তিম প্রায় ॥

খর্ব্বকেশী ওষ্ঠ স্থূল গম্ভীর কুস্বর।
বীষল চিরণ দন্ত লোমে কলেবর॥
পয়োধর ধরে থরে হস্ত পদ ক্ষীণা।
নবীনে ঠমক ঠাট দেখায় প্রবীণা॥
রমণীর রমণীয় অলঙ্কার সাজ।
আত্মগ্রাহী লজ্জাহীনা পরনিন্দে কাজ॥
কামাতুরা দুরাচারী মত্তা অনঙ্গে।
নিয়ত মানস থাকে উপপতি সঙ্গে॥
জানিবে নিশ্চয় তার সম্ভোগে সন্তোষ।
জঠর অনলে যেন খাদ্য পরিতোষ॥
অপরাজিতার ফুল দশাঙ্গুলী যোনি।
পরিসর মুখ দ্বার সমতুল গণি॥
পাহায় বাজায় সব সুন্দর লৌকিক।
দয়া মায়া স্নেহ তুল্য ধর্ম্মে ততোধিক॥
রামরত্ন দাস কবি করিয়ে সংগ্রহ।
রচিল পয়ার ছন্দে মানবের দেহ॥

অথ স্ত্রী পুরুষে শুভ মিলন ও সন্তান উৎপত্তি কথন ।

পূর্ব্বোক্ত জীব আত্মা অপার সংসার । চক্রের গমন যেন দিবা বিধাতার ।। যার তিথি সপ্তদশ, শুক্ল ভাগ গ্রহ নয়, ভাস্কর শশী উদয়, অন্তে সুপ্রচার । বিনাদে ক্ষিতির পতি, জীব জানিবে তেমতি, শুক্র শোণিত সংহতি, ধারণ আকার ।। পরমাত্মা আত্মা প্রাণ, তা জিয়ে এ দেহ স্থান, পঞ্চভূতে অবস্থান, করে বারম্বার । চারি যুগ এই ভবে, সৃজন সর্ব্বদা রবে, কায়া পরিবর্ত্ত জীবে, নাহিক সংহার ।।

পয়ার ।

রমণীর চারি জাতি উক্ত বিবরণ ।
যার যে পুরুষে শুভ হইলে মিলন ।।
রসিকে করয়ে রস মনে বিচারিয়া ।
পদ্মিনী শশক যদি হয় শুভ বিয়া ।।
লক্ষ্মী নারায়ণ যেন শোভে দুই জন ।
চিত্রাণী মৃগের সঙ্গে হইলে ঘটন

উভয়ে যেমন শোভা গৌরী পঞ্চানন।
সুখাবেশে নিজবাসে জীবন যাপন॥
শঙ্খিনী ও বৃষজাতি হইলে পরিণয়।
রতিপতি রতি সঙ্গে যেমন প্রণয়॥
হস্তিনীর অশ্ব জাতি উত্তম ঘটনা।
রাবণের মন্দোদরী পূরায় কামনা॥
উভয়ে মিলন হইলে জন্মায় সন্তান।
সপ্তভদিয়া কহি কিছু বিশেষ সন্ধান॥
শশাঙ্ক পদ্মিনী গর্ভে সন্তান জন্মিলে॥
তনয় ধার্ম্মিক হয় কন্যা ধর্ম্মশীলে॥
চি[illegible]র গর্ভে তার মৃগের ঔরসে।
কন্যা বিদ্যাধরী জন্মে গন্ধর্ব্ব পুরুষে॥
স্থূল শঙ্খিনীর গর্ভে জন্ম যেবা লয়।
দুহিতা রাক্ষসীরাশি পুত্র যোদ্ধা হয়॥
যোগাযোগে জন্মে জীব নানা প্রকরণে।
পূর্ব্বসূত্র ফলে কেহ জন্মে শুভক্ষণে॥
ঋতুস্নানে নারী যার হেরিবে বদন।
সেই মত জন্মে শিশু শাস্ত্রের বচন॥
জন্মকালে পিতা মাতা হরিষ অন্তর।

শশক পদ্মিনী যদি রাহু অংশ পায়।
গর্ব্বে মতি সুত অতি সুতা সতী প্রায়॥
অংশদোষে দুঃখী সুখী রোগী বলবান।
অঙ্গহীন কুশ্রী সুশ্রী গুণী ম্রিয়মাণ॥
সমানে সমানে মিল স্বভাবের রীতি।
বিপরীতে জন্মে কেহ কাহার দুর্গতি॥
শশক হস্তিনী সঙ্গে করিলে রমণ।
দুরাচারী পুত্রী পুত্র পণ্ডিত লক্ষণ॥
পদ্মিনীর সহ অশ্ব জাতির মিলন।
সুতা শুদ্ধমতি সুত দুঃখ পরায়ণ॥
শঙ্খিনী শশকে যদি করে আলিঙ্গন।
সুতা মহাক্রুদ্ধা সুত ধর্ম্মশীল হন॥
বৃষজাতি পদ্মিনীর যদি হয় পতি।
কন্যা দুরাচারী পুত্র ভোগে দুঃখ অতি॥
এই রূপে পুত্র কন্যা জন্মে যত জনা।
লগ্ন অনুসারে সার সংসারে যাতনা॥
জগতের পতি যিনি তিনি দয়াময়।
কর্ম্মফলে ভোগাভোগ জানিহ নিশ্চয়॥
রামরত্ন দাস কহে সত্য বিবরণ।
অতঃপর শুন জন্ম অন্তর লক্ষণ॥

অথ ঋতুলক্ষণ ও জন্মগ্রহণ।

শশী সূর্য্য আকর্ষণে রসের প্রবল।
অমাবস্যা পৌর্ণমাসী বৃদ্ধি পায় জল॥
তেমতি নারীর অঙ্গে, চন্দ্র নাড়ি ঋতু সঙ্গে, পক্ষান্তরে সুপ্রসঙ্গে, শোণিত অ-নল। কীটাদি পতঙ্গ সবে, পশু পক্ষী সর্ব্ব জীবে, বৃক্ষাদি নবপল্লবে, জন্মে, ফুল ফল। হায় কি বিধির বিধি, মানবত্ব নিরবধি, জানিয়ে না পায় নিধি, কারণ সকল॥

পয়ার।

রমণী রসিকা স্বামী রসের ভাজন।
অবশ্য বুঝিবে ক্রিয়া ঋতুর লক্ষণ॥
নাড়ি হেরি তুন্দ ভারি স্লিগ্ধ বদন।
কুটিয়া শরীর উঠে পেট কন্ কন্॥
ক্ষুধা মান্দ্য জিহ্বা শুষ্ক জড়তা শরীর।
নবদ্বার গন্ধযুক্ত বিরামে অস্থির॥
সঙ্গোপনে রাখে বালা ঋতু দরশন।
ধমনীর গতি মৃদু গভীরে গমন॥

বাইশ প্রহর পদ্ম বিকসিত থাকে।
পুরুষ প্রবেশ বীজ চন্দ্র নাভি চাকে॥
নিক্ষেপ প্রক্ষেপে তেজ হরয়ে কমল।
মিলনে শোণিত শুক্র জন্মে জীব ফল॥
প্রথম দিবসে নারী চণ্ডালিনী প্রায়।
আয়ুক্ষয় সেই দিন পরশিলে কায়॥
পাপী সে দ্বিতীয় দিনে রমণীর অঙ্গ।
কদাচিত বিচক্ষণে না করিবে সঙ্গ॥
তৃতীয় দিবসে যদি করয়ে সম্ভোগ।
কামিনী নিশ্চয় ভ্রষ্টা পরে তার যোগ॥
চতুর্থ দিবসে স্নান শরীর মার্জ্জন।
পদ্মিনী স্বরূপা নারী শুচি করে মন॥
শুভ দিনে ঋতু রক্ষে করিবে সুজন।
নতুবা ঘটিবে উক্ত বর্ণনা ঘটন॥
অতএব পত্নীসঙ্গ যে দিনে নিষেধ।
পতি পত্নী সেই দিনে রাখিবে বিচ্ছেদ॥
অমাবস্যা প্রতিপদ রবিবারাষ্টমী।
একাদশী পৌর্ণমাসী যাত্রায় সপ্তমী॥
সংক্রান্তি ত্যজিয়ে ঋতু করিবেক রক্ষে।
শাস্ত্রমর্ম্ম শুক ধর্ম্ম পণ্ডিতের পক্ষে॥

পদ্মপুরাণের মত কহিলাম সার।
মানে না কারণ লোকে যারা কুলাঙ্গার॥
পদ্ম পূর্ণ না হইলে করয়ে রমণ।
জন্মিলে সন্তান তার প্রায় মরণ॥
আর কিছু শুন তবে অদ্ভুত ঘটন।
যাহাতে সংস্কার করে জগতে গ্রহণ॥
সন্ধ্যাগণ্ডে পুত্র হৈলে বাঁচেনা কখন।
রাত্রিগণ্ডে হৈলে হয় জননী নিধন॥
দিবাগণ্ডে জন্মে যদি পিতৃ মৃত্যু কয়।
পরে শুন গণ্ডদোষ রহিত নির্ণয়॥
দিবাতে জনমে কন্যা রজনীতে সুত।
তাহাদের নাহি হয় গণ্ডদোষ যুত॥
মিলনে শোণিত শুক্র জীব উৎপত্তি।
পঞ্চভূত আবির্ভূত যাহাকে নিবৃত্তি॥
পঙ্কজ ভিতরে বিন্দু আকার অস্থির।
অঙ্গহীন কুৎসিত নিশ্চয় শরীর॥
আশে পাশে বীজ যদি আটকিয়া রয়।
বারমাসাবধি থাকে প্রসব না হয়॥
দুই পাশে পড়ে তেজ থাকে ছিন্নভাবে।
যমজ সন্তান জন্মে রমণ প্রভাবে॥

দক্ষিণ পাশেতে বীজ যদি স্থান পায়।
অবশ্য সন্তান জানি জন্মে পুত্র তায়॥
বাম অংশে বামানারী জনম উদয়।
দুই পাশে সমভাগে কন্যা পুত্র হয়॥
অসুখ শরীরে জন্মে ঋতু অপেক্ষণ।
কন্যা পুত্র উভয়েতে দুঃখের ভাজন॥
চতুর্থ প্রহর নিশি মন অচঞ্চল।
উপযুক্ত ঋতু রক্ষে থাকিবে কুশল॥
নতুবা অনেক ভয় জানিবেক ধীর।
শরীর জনম শুন মন কান্তি স্থির॥
ঋতু পরে এক শত চল্লিশ প্রহর।
বীর্য্যাভিলাষী যোনি থাকে নিরন্তর॥
পুরুষ পরেশ যদি করে পরদার।
ঋতু দরশন চন্দ্র নাস্তি যোগ তায়॥
নির্গত হইলে বীর্য্য সরোজ আধার।
অতিবিন্দু নাম তার অস্থির আকার॥
সেই অতিবিন্দু নিজ চন্দ্রের প্রকার।
সময় পাইয়া বৈসে পঙ্কজ মাঝার॥
তদন্তর ঋতু পূর্ণ দোঁহে আনন্দিত।
ঊর্দ্ধমুখে রহে পদ্ম মৃণাল সহিত॥

অষ্ট মাসে অষ্ট অঙ্গ পরিপূর্ণ হয়।
গর্ভকারে বদ্ধ বোধ কষ্ট কিছু নয়॥
উদরে নবম মাসে নবগ্রহ হৈলে।
দশমাস দশদিনে প্রসবে সকলে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ অল্প উপস্থিত।
মলমূত্র ত্যজে করে রোদন ত্বরিত॥
আহার সঞ্চয় আছে পয়োধরে ক্ষীর।
স্তনপানে ক্রমেঃ পোষিকা শরীর॥
অখণ্ড জগৎ সৃষ্টি অপরূপ লীলা।
রামচন্দ্র দাস কহে না করিও হেলা॥

অথ গর্ভ বিবরণ।

একি ভ্রান্তি তব মন। ধরাসনে আগমনে করিলে ক্রন্দন॥ জননীজঠর কারে, ছিলে নিয়মানুসারে, বায়ু শোণিত আধারে, আঁধারে গোপনে॥ এক্ষণে বিষয়ে মত্ত, বিবাদে সদা প্রবর্ত্ত, ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বত্ব তত্ত্ব, দিলে বিসর্জ্জন॥ জন্ম সূত্রে মৃত্যু পাপে, বারম্বার এই রূপে, যেতে হবে গর্ভকূপে, হইলে নিধন।

ইন্দ্রিয় রাখিয়ে বশ, পান কর শান্তিরস,
ভারতে রহিবে যশ, সুকৃতি স্থাপন ॥

পয়ার।

ঊর্দ্ধমুখে কুচহস্ত মধ্যে স্থিত শীর।
নিতম্ব আরম্ভ তারি মুখে উঠে নীর ॥
গর্ভস্থলী কিছু দিনে শোণিতে পূরিত।
অতি সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা ক্রমেতে প্রেরিত ॥
প্রথমে মত্যাংশ বৃদ্ধি প্রকাশে উদর।
তৃতীয় চতুর্থ মাসে ছাড়ায় পঞ্জর ॥
পঞ্চমাসে শেষ ভাগে নাভির নিকটে।
দিনেং পাকস্থলী বৃদ্ধি কুণ্ড ঘটে ॥
পরিসর বৃদ্ধি পায় দ্বিপাশ পর্য্যন্ত।
পূর্ণকালে হেটমুখে থাকে খর্ব্ব অন্ত ॥
ডিম্বের আকার প্রায় হয় সেই কায়।
নয় রব চৌড়া তের যব সে লম্বায় ॥
দীর্ঘাঙ্গী কামিনী কৃশা দীর্ঘ পরিমাণে।
খর্ব্বের উদর বৃদ্ধি দুই পাশ স্থানে ॥
গির্দ্দার উয়াড় চর্ম্ম গর্ভস্থলী প্রায়।
মেরুদণ্ড সরাসর রক্তনালী যায় ॥

উদর পশ্চাতে যাহা করে অবস্থান।
সম্মুখে কঠিন পেট কিঞ্চিৎ প্রমাণ ॥
টিপিলে নরম পাশে শেষ দুই মাসে।
গর্ভ কি উদর ব্যাধি বিভিন্ন প্রকাশে ॥
পঞ্জর ছাপিয়া বৃদ্ধি নহে কভু বিধি।
পাকস্থলী ঊর্দ্ধ সংখ্যা হয় নিরবধি ॥
প্রসব হইলে পেট হয় যে কোঁকড়ায়।
যত বৃদ্ধি হয় গর্ভ কোপরা বাড়ায় ॥
আঘাত করিলে পূর্ণ উদর উপরে।
অতি বেগে কেটে যায় শিশু ফেলিবারে ॥
কিছু দিন পরে গর্ভবেদনা পর্য্যন্ত।
জরায়ুতে বদ্ধ আঁটা আঁটাতে অত্যন্ত ॥
এমন যোনির দ্বার ক্রমে বৃদ্ধি পায়।
সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় অনায়াসে প্রায় ॥
তবে যে বিপদ ঘটে দুরদৃষ্ট ক্রমে।
অনহিত আচরণ হয় যদি ভ্রমে ॥
মতান্তর আর কিছু শুন বিবরণ।
গর্ভ ভিতরে সন্তান যে রূপে ধারণ ॥
ছাপ্পান্ন দিবসে অঙ্ক আকৃতি মস্তক।
দুই বট পরিমাণ সৃজিল গঠক ॥

গির্দ্দা উগাড় সজ্জিত মিহি চামড়ায় ।
গর্ব্ভস্থলী আচ্ছাদিত সলিল তাহায় ॥
ঊর্দ্ধে জড়বড় পদ অধোগতি মাথা ।
ডিম্বের ভিতর ছানা যে ভাবেতে গাঁথা ॥
কিমাশ্চর্য্য হায় হায় বিধির বিধায় ।
শিশুর শরীর বৃদ্ধি শোণিত উপায় ॥
চুলবৎ রজ্জু শিরা রক্ত লয়ে যায় ।
ধীরে ধীরে শিরে শিরে যোগেতে যোগায় ॥
যে কারণে নারিকেলে জল উৎপন্ন ।
তেমতি জানিবে মন কায়া ভিন্নং ॥
বহুত্ব জন্মিলে জীব ঐ মত পদ্ধতি ।
ভিন্নং পরস্পরে অভিন্ন প্রকৃতি ॥
এক গর্ব্ভে তিন শিশু কদাচিৎ হয় ।
প্রসব কালীন মাতৃ জীবন সংশয় ॥
রামরত্ন দাস নিজে হেরিয়ে নিগ্রহ ।
রচিল পয়ার ছন্দে মানবের দেহ ॥

অথ গর্ব্ভিণীর অবস্থা ।

এ বিপত্তি রবে না রবে না ॥ মানস
করেছিলে কত করি আরাধনা ॥ কেন

এই মত ক্রমে কত পরিবর্ত্ত অঙ্গ।
ভাবিনীর ভাবে ভাবে আত্ম অন্তরঙ্গ ॥
বেদনা যখন গর্ভে হয় উপস্থিত ॥
জননী জানেন জ্বালা বন্ধেতে বর্জ্জিত ॥
প্রসূতি না হলে কেবা বুঝিতে সে পারে।
জগৎ জননী জ্ঞাত এ তিন সংসারে ॥
আদেশ করিল নিজ বন্ধু করি স্নেহ।
রচিতে পযার ছন্দে নারীর নিগ্রহ ॥
চিদানন্দে চিত্ত রাখি চিন্তা অহরহ।
রতনে যতনে রত্ন করিয়া সংগ্রহ ॥
বিরচিল ছন্দে বন্ধে মানবের দেহ।
কোনং স্থানে কিছু রহিল সন্দেহ ॥

অথ শারীরিক কুশল রক্ষা।

পরাণ পরীক্ষে পান প্রাণপণ পণে।
নতুবা সে উড়ে যাবে কৌশলে গোপনে ॥
বস্তানী বস্তর ঘেরে, গন্ত দেহ ধীরে ধীরে,
পুষ্প উদ্যান বাহিরে, গীত আলাপনে।
করি দ্রব্য যোগাযোগ, উপস্থিতে উপ-

ভোগ, দেহ তারে সদা ভোগ, ইচ্ছা সন্তর্পণে। হও অতি যত্নবান, সুস্থ রাখ পক্ষী প্রাণ, তাৎপর্য্য সুবিধান, না জানে কৃপণে॥

পয়ার।

আশীলক্ষ যোনি ভ্রমি মানবের জন্ম।
অধম জীবের বোধ নাই ধর্ম্ম কর্ম্ম॥
এমত দুর্লভ জন্ম হবে কি না হবে।
অনিত্য এ দেহ মাত্র যতনে রাখিবে॥
যখন গ্রাসিবে কাল তখন নিধন।
কিন্তু যত্নে রোগ ভোগ হয় নিবারণ॥
আত্মানাং সতত রক্ষে বলে সাধুগণে।
উচিত ঐশ্বর্য্য ত্যজ্য শরীর রক্ষণে॥
দারা পুত্র পরিজন মায়ায় বেষ্টিত।
আত্মরক্ষা হেতু ত্যজ্য সকল উচিত॥
সাধনা ব্যতীত দেহ কুশলে না রহে।
সযত্নে ইন্দ্রিয় যন্ত্র বহুকাল বহে॥
স্বচ্ছন্দে স্বকীর্য্য সাধে ইন্দ্রিয় সকল।
ঐহিকের সুখ শ্রেষ্ঠ কায়িক কুশল॥

ব্যাঘাতে অঙ্গের যন্ত্রে ক্রিয়া গোলমাল।
অসুখে জন্মায় পীড়া কভু প্রাপ্ত কাল।
বৃদ্ধাবস্থা না হইতে হয় যে মরণ।
ইন্দ্রিয়ে ব্যাঘাত দৈব অহিত কারণ।।
জন্মাবধি জরা জীব নাহিক উপায়।
জন্মে ব্যাধি হুঁয়াড়িয়া মস্তক বিধায়।।
পরমায়ু ঊর্দ্ধ সংখ্যা শতবিংশত।
অকালে যে কালপ্রাপ্ত নিয়ম গর্হিত।।
সময়ে অসময়ে মরে পরমায়ু স্বত্বে।
তরঙ্গ তুফানে তরী ডুবায় আবর্ত্তে।।
মড়কে হেউভে করে দেশ উচ্ছন।
যেন দাবানলে দগ্ধ হয় সর্ব্ব ধন।।
তাৎপর্য্য বয়ে ধৈর্য্য করিবে বিশ্বাস।
সুবিধানে সাবধানে নাহিক বিনাশ।।
সামান্য যতনে বৃদ্ধি আয়ু সাবধানে।
প্রাণ সুখ রক্ষা পায় বুদ্ধির বিধানে।।
কবিতে [illegible] আছে কার্য্য নিবারণ।
উচিত জানিতে হয় স্বভাব কারণ।।
[illegible]প্রায় কিন্তু সৃষ্টি পালন প্রধান।
নরের উপকারার্থে সুজন বিধান।।

মানবের আবশ্যক জানা ষট্‌কর্ম্ম ।
হইলে সকল জ্ঞাত স্বভাবের মর্ম্ম ।।
নিবারিতে অনহিত ঘটনা সম্ভব ।
শরীর মন্দিরে ব্যাধি সহজে উদ্ভব ।।
মহানিদ্রা আকর্ষণে নাহি [illegible] ।
জীবআত্মা ত্যক্ত ক্রমে ত্যাগ করে দেহ ।।
স্বচ্ছন্দে রাখিতে বপু অতি প্রয়োজন ।
বুঝিবেক সুচতুর বিজ্ঞ গুণিগণ ।।
উত্তম আহার বায়ু, স্বল্প পরিশ্রম ।
পরিচ্ছেদ এই চারি কুশল সংশ্রম ।।
ইন্দ্রিয় যন্ত্রের ক্রিয়া পবন প্রধান ।
অম্লযান বায়ু যোগে আছয়ে বিমান ।।
অল্প পরিসর গৃহে বায়ুর সঞ্চার ।
অম্লযান অভাবেতে কুশল সংহার ।।
এই হেতু বাসস্থান পরিসর চাই ।
গুরুতর তিন দিগে শুষ্ক উচ্চ ঠাঁই ।।
দক্ষিণ থাকিবে খোলা পুষ্পোদ্যান মাঝে
সম্মুখে [illegible] সাজে ।।
[illegible] বাহিরে হয় উত্তম বাতাস ।
[illegible] আছে সুপ্রকাশ ।।

উপবন সন্নিকট থাকা অপকার।
রাখিবে সরসি সদা অতি পরিষ্কার ॥
নানাবিধ খাদ্য লুচি মিঠাই কচুরি।
শুষ্কমাংস মীন সড়া কুশলের অরি ॥
চোঁচময় খাদ্যদ্রব্য বাদামাদি শাঁস।
অজীর্ণ জন্মিয়া আম অগ্নি করে হ্রাস ॥
পরিপাকে অবসন্ন দধি সুরা অতি।
অধিক পানেতে করে যকৃতে দুর্গতি ॥
ক্ষুধার অতীত দ্রব্য করিলে আহার।
পাকস্থলী উপচীয়া করে অপচার ॥
তজ্জন্য কিঞ্চিৎ ন্যূন আহার উচিত।
অতি শক্ত সুপাণ্ডিতে গণে গুরহিত ॥
সঙ্কলে ভ্রমণে লোহু চলে সুধারায়।
তদ্ভিন্ন জড়তা রক্ত সকল কায়ায় ॥
মল মূত্র ঘর্ম্ম ক্লেদ হইলে পরিষ্কার।
ক্ষুধায় আহার বৃদ্ধি পরিপাক তার ॥
জড়তায় শোণিতের গতি অবসন্ন।
পেশীর উদ্যম মন সচেতন ভিন্ন ॥
স্বরূপে সুরূপে বপু কভু না যাপন।
অনিচ্ছুক পেশী ক্রিয়া করে সমাপন ॥

স্বপন্ন গোপন ভাবে আকর্ষণ করে।
অনুভব স্বভাবের রীতি অনুসারে॥
পরাণ পালন শ্রমে খাদ্য উপার্জ্জন।
পুরুষে ভুষিতে হৈল রমণী সৃজন॥
[illegible]পদাঙ্গুলী অঙ্গে হয়েছে নির্ম্মাণ।
প্রয়োজন উপার্জ্জনে তায় সমাধান॥
অলস করিলে বহু জড়তা ঘটায়।
থাকুক কুশল দূরে পীড়া পায় পায়॥
একারণে কুলবালা নানা রোগ ভোগে।
অচরিষ্ণু কার্য্যে হরে দীর্ঘকাল যোগে॥
চরম হইতে ঘর্ম্ম করা নিঃসর[illegible]
আহার অম্বর স্থান কাল নিরূপণ॥
দুর্গন্ধ করিতে দূর ধৌত কলেবরে।
নতুবা অসুখ তায় লোকে ঘৃণা করে॥
পরিচ্ছেদ আবশ্যক দেহ ঘটে ঘটে।
তপনের তাপে তনু জরা জ্বর ঘটে॥
উষ্ণতম গাত্র ত্বক্ শীতল হঠাৎ।
যে করে সে ভোগে রোগে জানিহ পশ্চাৎ॥
ক্রমে২ নেশাদ্রব্য আহার গ্রহণ।
একেবারে ত্যাগ করা নহে প্রয়োজন।

মানবরতন।

পরিষ্কৃত বায়ু, বারি জীবন আধার।
অবোধের নাহি বোধ গুণের বিচার ॥
সর্ব্ব তেজোভাবে রক্ষা পরাণ উচিত।
নব্য ভব্য সভ্যগণে বুঝিবে ইঙ্গিত ॥
রামরত্ন সযতনে করিয়া সংগ্রহ।
রচিল পয়ার ছন্দে মানবের দেহ ॥

অথ পুনঃ জন্ম কথন।

কোথা হইতে এলে তুমি কোথায় যাইবে। দিশেহারা হয়ে কেন ভ্রম পথে ভ্রমিবে ॥ ভবে ভাব ভগবান, দেহ আধার বিধান, পথিকের প্রায় প্রাণ, ভ্রমণ জানিবে ॥ আক্রান্ত হইয়ে প্রাণ, বাসা করি সুসন্ধান, যোগাযোগে মন্ত্র-বান, গর্ভে প্রবেশিবে। অতএব বলি শুন, গতায়াত পুনঃ২, স্বভাবের এই গুণ, সদাশিবে জীবে ॥ বুঝি কর ব্যবহার, যশঃ রস সুবিস্তার, সর্ব্ব জীবে উপকার, সংসারে বুঝিবে ॥

মানবরতন।

পয়ার।

ক্রিয়া কাণ্ড ভণ্ডভাব সংসারের রীতি।
ঐহিকের ঘোষণা করে যশস্বী ভারতী॥
ভণ্ড ছাড়া নাহি কাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সমাজে।
নিত্যধন সর্ব্বাত্মায় বিমানে বিরাজে॥
পরমাত্মা জীবাত্মায় আছে যোগাযোগ।
একের সত্বায় বর্ত্তে যত ভোগাভোগ॥
হৃৎপিণ্ড বাসস্থান হইয়াছে উক্ত।
আয়ুর্ব্বেদে অবিবাদে বিবরণ ব্যক্ত॥
বাসস্থান ত্যজি জীব নিয়মানুসারে।
পঞ্চভূতে লয় পায় এ তিন সংসারে॥
ভূত পঞ্চ রেণু সহ জীবন ধারণ।
কীটাদি পতঙ্গ জন্মে এই সে কারণ॥
সৃজনের উপভোগ পঞ্চভূত ময়।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয় জীবের নিশ্চয়॥
এই ভোগে লিঙ্গ তেজঃ বীজ উৎপন্ন।
বিধিকৃত বিধিমতে জন্মে ভিন্ন২॥
সেই তেজঃ বীজ শুক্র শোণিত মিলনে।
জনম গ্রহণ করে নারী আদিজনে॥

ঋতুগত যদি নারী করয়ে সম্ভোগ।
অবশ্য জন্মিবে জীব এই যোগাযোগ ॥
মরুভূমি বন্ধ্যানারী আছে নির্দ্ধারিত।
রোপণে নিষ্ফল বীজ ফলে কদাচিত
মনস্তাপ মুনিশাপ উভয় সঙ্কট।
ধর্ম্মনষ্ট গুরুপাপ মানেনা কপট ॥
সর্ব্ব উৎকৃষ্ট জীব মানব সৃজন।
জন্ম পরিগ্রহ করে সম্ভব কারণ ॥
অতঃপর শুন পুনঃ জন্ম বিবরণ।
অপূর্ব্ব কাহিনী শুন স্থির করি মন।
ইন্দু ভানু আকর্ষণে বৃষ্টি বরিষণে।
অশনি চপলা হানে মেঘের ঘর্ষণে ॥
অবনী হইতে বাষ্প তপনের তাপে।
উত্তপ্ত হইয়া শূন্যে ক্রমে ক্রমে কাঁপে।
ঊর্দ্ধগতি বাষ্পধূম ক্রমে জড় হয়।
পবনের গতি দ্বারা বারিদ সঞ্চয় ॥
সেই বাষ্প শূন্যমার্গে স্থির বায়ু যোগে
শীতল হইয়া ক্রমে ফোটা২ ভাগে ॥
ধারণে অক্ষম শূন্য আপন আধারে।
পতনে পৃথিবী পানে অধো নিরাকারে

পুনরায় ধূমাকারে উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত।
কারণ বশত উক্ত কার্য্য পরিব্যাপ্ত ॥
নীহার শিশির জন্মে এই সে কারণ।
এই রূপে বৃষ্টি সৃষ্টি ধরায় ধারণ ॥
যাহা হৈতে উৎপত্তি নিবৃত্তি তাহার
মৃত্তিকায় কলেবর যাবে মৃত্তিকায় ॥
পদার্থের ধ্বংস মাত্র কায়া পরিবর্ত্ত।
নশ্বর সৃজন সত্য নূতনে প্রবর্ত্ত ॥
এমন অমূল্য রত্ন প্রাণ প্রিয়ধন।
কোথায় বর্ত্তাবে বল হইলে নিধন ॥
অবশ্য গ্রাসিবে সেই নব কলেবর।
সৃজন বিনাশি কই নশ্বর ঈশ্বর ॥
আদি পুরুষ বংশের রামদাস দাস।
বিখ্যাত সমাজ মাঝে শাঁখরালে বাস ॥
শ্রীকবির পিতামহ রামনারায়ণ।
তস্য কনিষ্ঠ কুমার মদনমোহন ॥
ধর্ম্ম পরায়ণ অতি সমাজে প্রকাশ।
এক পুত্র মাত্র তাঁর রামরত্ন দাস ॥
উপাধি কাশ্যপ গোত্র সরকার বলে।
বাসস্থান তাঁর [illegible]

চুচূড়ায় বিদ্যালয়ে বিদ্যা উপাৰ্জ্জন।
প্রধান শ্রেণীর শিষ্য জানে জগজন ॥
পড়িয়া বিধির পাকে তনু হৈল ক্ষীণ ॥
ছুরদৃষ্ট ক্রমে দীনে না পাইল দিন ॥
দুঃখের অধীন শুদ্ধ বিনা উপার্জ্জন।
রচিল পয়ার ছন্দে মানবরতন ॥
যত্নে নানাবিধ গ্রন্থ করি আলোচনা
সারভাগ গ্রহণেতে সংক্ষেপে রচনা ॥
অলঙ্কার দুষ্ট যদি থাকে কোন স্থানে
অনুগ্রহ প্রকাশিবে সুধিবে সুজ্ঞানে ॥
সন্দেহ নাহিক ইথে দোষ সংঘটন।
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম শাস্ত্রের বচন ॥
অপার ভাষার শব্দ আছে বহুতর ॥
অর্থ প্রাপ্ত সংঘটন ভাষায় দুষ্কর ॥
ইংরাজী ভাষায় দৃষ্ট কিঞ্চিৎ থাকিলে।
অনায়াসে বুঝিবেক বুদ্ধির কৌশলে ॥
বিপুল বিনয়ে বলি সরল অন্তরে।
অকিঞ্চনে করি কৃপা সুধিবে সত্বরে ॥
শ্রীগুরুচরণে কোটি সহস্র প্রণাম।
মানবরতন গ্রন্থ সমাপ্ত বিরাম ॥

গীত।

মীমাংসা হইল বহু তর্ক অনুসারে।।
জীবন নিধনে পুনঃ জন্মে এ সংসারে।।
ভেবে দেখ সুবিচার, তেকারণে সৃষ্টি
তাঁর, নর নারী একাকার, বিস্তর বি-
স্তারে।। আপনার সুমঙ্গল, গতায়াতের
সম্বল, করি অন্তর সরল, পর উপকারে।
রিপুগণ করি জয়, ক্রিয়া কর সমুদয়,
ভজনায় কিবা ভয়, ভাব সারাৎসারে।।

সমাপ্তঃ।

শুদ্ধিপত্র।

পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭	পাত্ত	উৎপত্তি
১০	পেশীকা	পোষিকা
১৩	লো	লোহ
১৮	সত্বে	রক্ত সত্বে
২	থাকে	পাক
১৪	নেকটীয়ন	নেকটীয়ল
৬	আর রক্ত	আরক্ত
৭	চাহনী	চালুনী
১০	কদাচার	কদাকার
২০	মিষ্ট	ইষ্ট
৯	মন সাধে	মন সাজ
১০	পরাপর	পর পর
৩	ভরজীন	ভরজ্ঞীল
২	হইলে	হইতে
১৬	গুরুতর	তরুবর